প্রথম আলো

02 DEC 2008 — ৪ — ৫

মতবিনিময় সভায় বক্তারা

# একীভূত শিক্ষার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা দরকার

জ্য প্রতিবেদক ●

তবিনিময় সভায় বক্তারা বলেছেন, সরকারের দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের পিইডিপি-২) আওতায় ২০০৪ সালে একীভূত শিক্ষার নীতিগত স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ন্তু এ বিষয়ে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অভিভাবক, এমনকি দ্যালয়ের অনেকেরই এই শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে তেমন ধারণা গড়ে ওঠেনি। তাই ষয়টি নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো জরুরি।

গতকাল সোমবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে অ্যাকশন এইডের সহায়তায় াতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। একীভূত শিক্ষার আওতায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বাস্তবায়নে াঠামোগত নির্দেশনা' শীর্ষক সভায় সভাপতিত্ব করেন ফোরামের সভাপতি খন্দকার হরুল আলম।

সভায় মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে মূল ধরে বিশেষ শিক্ষা, সমন্বিত ক্ষাসহ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিবন্ধীরা াদের সুপারিশ তুলে ধরেন। মতবিনিময় সভা থেকে পাওয়া সুপারিশমালা-সমন্বিত ীতি প্রণয়নে বিবেচনার জন্য সরকারের কাছে পাঠানো হবে।

সভায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. নজরুল ইসলাম খান লেন, মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তির মধ্যে একীভূত শিক্ষার ষয়টি নিয়ে অনুধাবনগত পার্থক্য রয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, সাধারণ স্কুলে শিক্ষা আদলে ল্যাংড়া, লুলাদের কেন ভর্তি করতে চাইছেন? তিনি বলেন, এখনো বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ভর্তি করার জন্য বিদ্যালয়গুলো প্রস্তুত হয়নি; সচেতনতাও সেভাবে গড়ে ওঠেনি।

সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের পরিচালক ডা. নাফিসুর রহমান। প্রবন্ধে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোগত সম্প্রসারণ, পুনর্বিন্যাস ও সুসংগঠিত করার ওপর একাধিক সুপারিশ করা হয়।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনসুর আহমেদ চৌধুরী বলেন, 'আমি নিজে প্রতিবন্ধী হয়েও আমার পরিচালিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে অভিভাবকদের চাপে একটি প্রতিবন্ধী শিশুকে ভর্তি করতে পারিনি।' একীভূত শিক্ষায় প্রতিটি শিশুর বিশেষ চাহিদা নির্ণয়, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষা-উপকরণ এবং শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেন তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিশেষ শিক্ষা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শারমিন হক বলেন, একীভূত শিক্ষায় বাংলাদেশ একটি পর্যায়ে চলে এসেছে। তবে পরিপূর্ণ পরিবেশ পেতে আরও অপেক্ষা করতে হবে। গণসাক্ষরতা অভিযানের উপপরিচালক তাসনীম আতাহার একীভূত শিক্ষা কার্যকর করতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সচেতনতা সৃষ্টির জন্য গণমাধ্যমগুলোকে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান।

জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের আইন ও নীতিমালা কমিটির চেয়ারম্যান এ এইচ এম মোস্তাফা [illegible] স্কুলের পরিবেশ ঠিক না করে প্রতিবন্ধী শিশুদের ভর্তি করা ঠিক হবে না। সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন আয়োজক সংস্থার মহাসচিব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন। [illegible]